অধ্যায়
১০

# সম্প্রসারণ পদ্ধতি বাছাইকরণ

# সম্প্রসারণ পদ্ধতি বাছাইকরণ

## ১০.১ ভূমিকা

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের 'সংশোধিত সম্প্রসারণ কর্মধারা'র একটি নীতি হলো বিভিন্ন প্রকার সম্প্রসারণ পদ্ধতির ব্যবহার। বিভিন্ন তথ্য-উপাত্ত থেকে জানা যায়– কৃষকগণ কৃষি সম্প্রসারণ বিষয়ক পরামর্শের জন্য প্রতিবেশী কৃষকের ওপরই সর্বাধিক নির্ভরশীল, দ্বিতীয় স্থানে অবস্থান ইনপুট ডিলারদের আর তৃতীয় অবস্থানে রয়েছে কৃষি সম্প্রসারণ কর্মী। তাই কৃষক, ইনপুট ডিলারসহ সর্বসাধারণকে কৃষি বিষয়ক জ্ঞান ও দক্ষতায় সমৃদ্ধশালী করার জন্য এবং কৃষি সম্প্রসারণ সেবা গ্রহণে কৃষকের বিশ্বস্ততা অর্জনের জন্য যথাযথ সম্প্রসারণ পদ্ধতি বাছাইকরণ খুবই জরুরি।

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর কর্তৃক ব্যবহৃত অধিকাংশ সম্প্রসারণ পদ্ধতিতে কৃষক গ্রুপ/সংগঠনকে সরাসরি অন্তর্ভুক্ত করা হয় এবং মুদ্রিত মাধ্যম ও শ্রবণ-দর্শন সহায়তার মাধ্যমে গ্রুপ/সংগঠনভিত্তিক সম্প্রসারণ কার্যক্রমকে সমৃদ্ধশালী করা হয়। বর্তমানে অধিদপ্তর ব্যক্তিগত সম্প্রসারণ পদ্ধতির ওপর কম গুরুত্ব আরোপ করলেও কোন কোন ক্ষেত্রে তা গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে। বিভিন্ন সম্প্রসারণ পদ্ধতি ব্যবহার সম্পর্কিত সার-সংক্ষেপ নিম্নে প্রদান করা হল:

- ব্যক্তিগত সম্প্রসারণ পদ্ধতি
- কৃষক গ্রুপ/সংগঠন ভিত্তিক সম্প্রসারণ পদ্ধতি
- গণমাধ্যম ও শ্রবণ-দর্শন সহায়ক সামগ্রী

## ১০.২ ব্যক্তিগত সম্প্রসারণ পদ্ধতি

যদিও ডিএই এর নীতি হচ্ছে কৃষক গ্রুপের সঙ্গে কাজ করা, তবুও ব্যক্তি কৃষক বা কৃষক পরিবার পরিদর্শন অনেক সময়ই যথেষ্ট গুরুত্ব বহন করে। ব্যক্তিগত খামার পরিদর্শনের প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে একজন ব্যক্তি বা পরিবার যে মূল সমস্যাগুলোর সম্মুখীন হয় তা সরেজমিনে চিহ্নিত ও বিশ্লেষণ করা এবং সে সমস্যাগুলো সমাধানের জন্য সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য কর্মকাণ্ড ব্যবহারের সিদ্ধান্ত দেয়া।

যে সকল ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত পরিদর্শন প্রয়োজন হতে পারে সেগুলো হল-

- কৃষক বা তার পরিবারের সদস্য কর্তৃক নির্দিষ্ট পরামর্শের জন্য অনুরোধ করা হলে
- সম্প্রসারণ কর্মী কর্তৃক কোন বিশেষ এলাকায় কোন কৃষকের বিশেষ কোন সমস্যা চিহ্নিতকরণের প্রয়োজন হলে
- সম্প্রসারণ কর্মী পূর্বে পরিদর্শন করেছেন এমন কৃষকদের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি করতে এবং সম্প্রসারণ কার্যক্রমে তাদের সম্পৃক্ততা উদ্দীপ্ত করতে
- সম্প্রসারণ কর্মী কোন নির্দিষ্ট খামার বা কৃষি পরিবারের সঙ্গে নিজেদের পরিচিত করতে চাইলে
- সম্প্রসারণ কর্মী নতুন খামার সম্পর্কে এবং নির্দিষ্ট কৃষক কর্তৃক পরিচালিত অন-ফার্ম গবেষণা সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করার ক্ষেত্রে

- সম্প্রসারণ কর্মী ও একজন কৃষক সার্বিক খামার পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনার ব্যাপারে আলোচনার প্রয়োজন হলে।

পরিদর্শনের উদ্দেশ্য যাই হোক না কেন, পুরো কর্মকাণ্ডের পূর্ণতা দান করা প্রত্যাশিত। কোন নির্দিষ্ট নতুন কর্মকাণ্ডের ব্যাপারে কৃষকদের আরও ব্যাখ্যা ও তথ্যের প্রয়োজন হতে পারে এবং কীভাবে তা করতে হবে তা প্রদর্শনীর মাধ্যমে দেখানোর প্রয়োজন হতে পারে। কৃষকেরা কারিগরী তথ্যের জন্য অনুরোধ করতে পারেন যা মাঠকর্মীদের কাছে নেই।

ব্যক্তিগত পরিদর্শন সরকারের কৃষি নীতি কৃষকদের কাছে তুলে ধরতে, চলতি বাজার ব্যবস্থা আলোচনা করতে এবং এলাকায় কৃষি কর্মকাণ্ডের ওপর তথ্য সরবরাহ করতে মাঠকর্মীদের সক্ষম করে তোলে। কিছু কিছু পরিদর্শন জরুরিভিত্তিতে হতে পারে, যেখানে তাৎক্ষণিক পরামর্শ প্রদানের প্রয়োজন হতে পারে (যেমন, পোকা-মাকড় ও রোগের আক্রমণ সম্পর্কে)।

ব্যক্তিগত পরিদর্শন কৃষি পরিবারের অন্য সদস্যদের সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে তুলতে মাঠকর্মীকে সক্ষম করে। বিভিন্ন সদস্যের সমস্যা ও সম্ভাব্য সমাধান সম্পর্কে বিভিন্ন উপলব্ধি থাকতে পারে। মাঠকর্মীরা পরিবারের সকল সদস্যের অংশগ্রহণ উৎসাহিত করবেন। এভাবে স্থানীয় সম্প্রসারণ কর্মকাণ্ডে মহিলা ও যুবকদের সম্পৃক্ততার জন্য আরও সুযোগ সৃষ্টি করা যেতে পারে।

এলাকার কৃষকদের সঙ্গে সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক প্রতিষ্ঠায় এবং সম্প্রসারণ সেবায় বিশ্বস্ততা ও আস্থা গড়ে তুলতে যদিও ব্যক্তিগত পরিদর্শন একটি গুরুত্বপূর্ণ উপায়, তথাপি বিপুল সংখ্যক কৃষকদের কাছে পৌঁছানোর জন্য একটি কার্যকর পদ্ধতি তৈরি, সেগুলোর পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন সময় সাপেক্ষ। ব্যক্তিগত পরিদর্শন ব্যয়বহুল সম্প্রসারণ পদ্ধতি এবং তা সাবধানের সঙ্গে ভেবে চিন্তে পরিকল্পনা করা উচিত। পরিদর্শনের ব্যয় যুক্তিসংগত করার জন্য পরিদর্শন দ্বারা ইতিবাচক প্রভাব বিস্তার ও কৃষি উন্নয়নের পথ উন্মুক্ত করতে হবে।

এ ছাড়া, মাঠকর্মীদের সতর্ক হওয়া দরকার তারা যেন বারবার একই কৃষকদের পরিদর্শন না করেন। কারণ এটা সম্প্রসারণ কার্যাদির প্রভাব সীমিত এবং অন্যান্য কৃষকদের মধ্যে অসন্তুষ্টি সৃষ্টি করতে পারে। তারা ভাবতে পারেন সম্প্রসারণ সেবায় তাদেরকে কিছুই দেয়ার নেই অথবা ইচ্ছাকৃত তাদেরকে অবজ্ঞা করা হচ্ছে।
নিচের চেকলিষ্ট ব্যক্তিগত পরিদর্শন পরিকল্পনা করার জন্যে ব্যবহার করা যেতে পারে:

## ১। পরিদর্শনের পূর্বে

- সম্ভব হলে পরিদর্শনের সময় নির্ধারণ করুন
- পরিদর্শনের উদ্দেশ্য নির্ধারণ করুন
- পূর্বের পরিদর্শনের সঙ্গে সম্পর্কিত কোন তথ্য পর্যালোচনা করুন
- প্রয়োজন হতে পারে এমন কোন কারিগরী তথ্য তৈরি করুন
- প্রস্তাবিত পরিদর্শন কর্মসূচি পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত করুন

## ২। পরিদর্শনের সময়

- সময়ানুবর্তিতা মেনে চলুন এবং সাধারণ পোশাকে কৃষক পরিবারের সঙ্গে আলাপ করুন
- কৃষক ও তার পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে সদালাপী হবেন
- খামার সম্পর্কিত প্রশ্ন জিজ্ঞেস করুন
- কৃষকদের সমস্যাদি শুনুন এবং সেগুলো সমাধানে তার মতামত জেনে নিন
- কোন কারিগরী তথ্য বা পরামর্শ পরিস্কারভাবে ব্যাখ্যা করুন এবং দেখুন কৃষক তা বুঝতে পেরেছেন কিনা
- যেসব সমস্যার সমাধান জানা নেই তা লিখে নিন এবং ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের বা অন্যান্য সম্প্রসারণ অংশীদারদের কাছে প্রেরণ করুন
- খামার কাজকর্ম যা ভালভাবে এগিয়ে যাচ্ছে তা আলোচনা করুন
- খামার ও পরিদর্শন সম্পর্কিত নোট লিখে নিন
- পরবর্তী কার্যক্রম ও পরবর্তী পরিদর্শনের (যদি প্রয়োজন হয়) তারিখ ও উদ্দেশ্য সম্বন্ধে একমত হোন

## ৩। পরিদর্শনের পর

- পরিদর্শনের সময় প্রাপ্ত তথ্যাদি সঠিকভাবে লেখা হয়েছে কিনা নিশ্চিত হোন
- পরিদর্শন পরবর্তী কার্যক্রমের ব্যবস্থা নিন
- পরবর্তী পরিদর্শনের তারিখ নির্ধারণ করে পরবর্তী কর্মসূচি পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত করুন।

পরিদর্শন কালে মাঠকর্মীদের অবশ্যই এমন ভাষায় কথা বলতে হবে যা সবাই বুঝেন। এক্ষেত্রে এসএএওকে একজন ভাল শ্রোতা এবং ভাল বক্তা হতে হবে। কৃষককে তার মতো করে তার ভাষায় বিষয়াদি ব্যাখ্যা ও আলোচনা করতে উৎসাহিত করা দরকার। এসএএও কৃষককে উপযুক্ত প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করবেন যাতে করে তিনি কৃষকদের চিন্তাভাবনার প্রকৃতি বুঝতে পারেন। খামার পরিদর্শনের অনেক সুফলই হারিয়ে যাবে যদি আলোচনা, বিষয়াদি ও সিদ্ধান্তসমূহ লেখা না হয় বা পরবর্তী কোন কার্যক্রম গৃহীত না হয়। এসব তথ্য ডায়েরিতে লিখতে হবে। গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদি হলো:

- পরিদর্শনের তারিখ
- পরিদর্শনের উদ্দেশ্য
- একমত হওয়া সিদ্ধান্তসমূহ
- অন্য কোন তথ্য বা মন্তব্য যা মাঠকর্মী উপযোগী মনে করবেন।

পরিদর্শনের সময় যেসব বিষয়াদির সমাধান করা সম্ভব হয়নি, সেসব বিষয়ের জন্য ভবিষ্যতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা মাঠকর্মীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। কৃষকদেরকে হতাশ করা যাবে না অন্যথায় ডিএই যেসব সেবা প্রদান করে তার প্রতি তাদের আস্থা হ্রাস পাবে। আস্থা ও বিশ্বাস গড়তে বহু বছর সময় লাগে। মাঠকর্মীদের যত্নসহকারে তা বজায় রাখা দরকার। যদি আরও একটি পরিদর্শনের ব্যাপারে কৃষকের সংগে একমত হয়ে থাকে, তা এসএএও ডায়েরিতে লিখে রাখা এবং সংশ্লিষ্ট কর্মসূচি পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত করা প্রয়োজন।

## ১০.৩ নতুন প্রযুক্তি গ্রহণ

খামারে কার কী করতে হবে, কখন কীভাবে করতে হবে এসব ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেয়া জটিল। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে কিছু কিছু সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। নতুন চিন্তা ভাবনা গ্রহণ করা হবে কি হবে না এ সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষেত্রে যে প্রক্রিয়া কাজ করে তাকেই "গ্রহণ প্রক্রিয়া" বলা হয়।

গ্রহণ প্রক্রিয়ায় সাধারণভবে পাঁচটি স্বীকৃত ধাপ আছে, যা নিম্নে দেয়া হলো:

- **সচেতনতা বা জ্ঞান**
  ক্রমাগত জ্ঞান আহরণের মাধ্যমে, নতুন জ্ঞানের সচেতনা বৃদ্ধি
- **আগ্রহ বা প্রত্যয়**
  আরও তথ্য সন্ধান ও গঠন এবং নতুন ধারণার প্রতি আচরণ পরিবর্তন
- **মূল্যায়ন ও সিদ্ধান্ত**
  বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহ এবং কোন কিছু চেষ্টা করে দেখা হবে না বাতিল করা হবে তার বিচার
- **গ্রহণ বা নিশ্চিতকরণ**
  পুরানো পদ্ধতি বদলে নতুন ধারণার সমন্বিত প্রয়োগ সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ
- **সূদৃঢ়করণ**
  কোন প্রযুক্তি গ্রহণের পর সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে এ মর্মে অতিরিক্ত তথ্যাদি সংগ্রহ করা হয়।

### পদ্ধতি নির্ধারণে ব্যবহৃত অন্যান্য মানদণ্ড:

স্থানীয় সম্প্রসারণ পরিকল্পনায় কোন পদ্ধতি ব্যবহার করতে হবে তা নির্ধারণ করা স্থানীয় কর্মীদের দায়িত্ব। সর্বাধিক উপযুক্ত পদ্ধতি সম্প্রসারণ কর্মী নির্ধারণ করবেন। একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ হচ্ছে গ্রহণ প্রক্রিয়ার ধাপ, কিছু মানদণ্ড আছে যা কর্মীরা ব্যবহার করতে পারেন। এগুলো হচ্ছে:

- ব্যয় - পদ্ধতি নির্ধারণ, যা একটি বাজেটের মধ্যে বাস্তবায়িত হতে পারে এবং যা ব্যয়সাশ্রয়ী
- বিস্তার - দলীয় সম্প্রসারণ পদ্ধতি বাছাইকরণ যা একাধিক বা অনেক কৃষকের কাছে পৌঁছায়
- জটিলতা - সহজ পদ্ধতি নির্ধারণ, যার জন্য অনেক সামগ্রীর প্রয়োজন হয় না বা পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নের জন্য খুব বেশি সময়ের দরকার হয় না
- দক্ষতা - পদ্ধতি বাছাইকরণ বা বাস্তবায়নের জন্য সম্প্রসারণ কর্মীদের ক্ষমতা না থাকে তবে প্রশিক্ষণের প্রয়োজন হতে পারে
- লক্ষ্য নির্ধারণ - পদ্ধতি নির্ধারণ যেগুলো কৃষকের প্রকারভেদে বিশেষত উপযুক্ত
- অংশগ্রহণ - পদ্ধতি বাছাইকরণ, যা শিক্ষা কার্যক্রমে অংশগ্রহণের জন্য কৃষকদের সক্ষম করে তোলে।

### পদ্ধতি বেছে নেয়া নির্ভর করে:

- বার্তা
- অংশগ্রহণকারী

- প্রাপ্তিসাধ্য সম্পদ এবং
- পরিপূরকতা

**বার্তা:**

সম্প্রসারণ পদ্ধতি, বিষয় বা বার্তা অনুযায়ী যথাযথ হওয়া উচিত। উদাহরণস্বরূপ, কীভাবে আমের কলম করতে হয় তা একদল কৃষককে দেখানোর জন্য সর্বাধিক উপযুক্ত পন্থা হতে পারে প্রদর্শনী পদ্ধতি।

**অংশগ্রহণকারী:**

সম্প্রসারণ পদ্ধতি কৃষক বা অংশগ্রহণকারীদের জন্য উপযুক্ত হওয়া উচিত। উদাহরণস্বরূপ- বসতবাড়িতে প্রদর্শনী পদ্ধতি মহিলা কৃষকদের জন্য সর্বাধিক উপযুক্ত।

**প্রাপ্তিসাধ্য সম্পদ:**

সম্প্রসারণ পদ্ধতি ব্যয় সাশ্রয়ী হওয়া উচিত। ভাড়া করা বা একই বস্তুর বার বার ব্যবহার ব্যয়সাশ্রয়িতা বাড়িয়ে দেয়।

**পরিপূরকতা:**

একটি নির্দিষ্ট বার্তা পৌঁছানের জন্য যে কোন পদ্ধতিই ব্যবহৃত হোক না কেন, তা সম্প্রসারণ পদ্ধতির পরিপূরক হওয়া উচিত। উদাহরণ হচ্ছে- প্রদর্শনী ও মাঠ দিবস একে অপরের পরিপূরক, আনুষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ দিবসে দর্শন সহায়ক ব্যবহারও একে অন্যের পরিপূরক।